প্রথম আলো

তারিখ AUG 05 2006
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থীরা দুই বছর ধরে বৃত্তি পাচ্ছেন না

ফেরদৌস আহমাদ

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী দুই বছর ধরে শিক্ষাবৃত্তি পাচ্ছেন না। গবেষণামূলক পরীক্ষণসহ অন্যান্য শিক্ষাব্যয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বহন করার নিয়ম থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। ফলে শিক্ষার্থীরা ধারকর্জ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ অনুযায়ী স্নাতকোত্তর (এমএস) পর্যায়ে শতকরা ৭০ ভাগ উপস্থিতি থাকলে একজন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাসিক ৩০০ টাকা হারে শিক্ষাবৃত্তি পাবেন। কিন্তু আটটি বিভাগের পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থীর অনেকের শ্রেণীকক্ষে পর্যাপ্তসংখ্যক উপস্থিতি থাকলেও তাদের কাউকেই বৃত্তির টাকা দেওয়া হচ্ছে না। এ জন্য শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও গাফিলতিকে দায়ী করেছেন।

তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র জানায়, গত তিন বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের কারণে অর্থের সংকট দেখা দেওয়ায় শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সূত্রমতে, বর্তমান সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন ছাড়াই প্রায় সাড়ে ৩০০ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নিয়োগ দেওয়া হয়। বাড়তি লোকবলের বেতন যোগাতে কর্তৃপক্ষকে বৃত্তি ও গবেষণা খাতসহ অন্যান্য খাতের টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে।

শিক্ষার্থীরা জানান, ২০০৪ সাল থেকে শুরু হওয়া স্নাতকোত্তর শিক্ষা কার্যক্রমের কোনো শিক্ষার্থীকেই এখন পর্যন্ত শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়নি। কৃষি সম্প্রসারণ ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের স্নাতকোত্তর পর্ব-২-এর ছাত্র মোশারফ হোসেন জানান, উপস্থিতির শর্ত পূরণ হওয়ার পরও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তাকে শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে না। কবে এ টাকা দেওয়া হবে, কর্তৃপক্ষ তাও বলছে না।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, নিয়ম থাকলেও তাদের গবেষণামূলক পরীক্ষার ব্যয় বিশ্ববিদ্যালয় বহন করছে না। উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রী রোকেয়া মীর জানান, তিনি ধার করে মাঠ-পরীক্ষণ ব্যয় মিটিয়েছেন। এ ব্যাপারে বিভাগীয় প্রধানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে কয়েকবার জানানো হলেও তারা কোনো ব্যবস্থা নেননি বলে তিনি অভিযোগ করেন। কীটতত্ত্ব বিভাগের কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, প্রয়োজনীয় টাকা না থাকায় তারা মাঠ-গবেষণা কার্যক্রম এখনো শুরু করতে পারেননি।

বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শাদত উল্লা *প্রথম আলোকে* বলেন, শিক্ষাবৃত্তির সব কাগজপত্র দেড় বছর আগে তিনি রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে পাঠিয়েছেন। এখনো বৃত্তি না দেওয়ায় শিক্ষার্থীদের কৈফিয়ত তাকে শুনতে হয়।

যোগাযোগ করা হলে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক আবু আকবর মিয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, শিক্ষার্থীদের নাম তালিকাভুক্তিতে নানা জটিলতার কারণে শিক্ষাবৃত্তি পেতে বিলম্ব হচ্ছে। তিনি গবেষণার অর্থ প্রদানে নয় সদস্যের একটি কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানান।